শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম- এসএনএফ

সচিবালয় :বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
বাড়ি- ২০, সড়ক- ১১ (৩২ পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯। ফোন: ৯১২০০১৫, ফ্যাক্স: ৫৮১৫২৮১০,
ইমেইল: safework.snf@gmail.com, bils@citech.net,

৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধনী ২০১৮ বিষয়ে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ মন্ত্রী পরিষদ বৈঠকে উত্থাপিত বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধনী) ২০১৮ এর খসড়ায় শ্রমিক স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করে নীতিগত অনুমোদনের বিষয়ে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। এই খসড়ায় বিভিন্ন সময় শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ ও শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম-সহ অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনসমূহের প্রদানকৃত সুপারিশসমূহ অবজ্ঞা করা হয়েছে। অবিলম্বে শ্রমিক পক্ষের সকল প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে খসড়াটি সংশোধন করে পুনরায় মন্ত্রী পরিষদে উত্থাপনের দাবী জানাচ্ছে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম।

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির বিষয়টি শ্রম আইন সংশোধনে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার কথা থাকলেও সে বিষয়টি উক্ত সংশোধনীতে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় নি। এ ছাড়াও শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, বীমা, কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা ও যৌন হয়রানি এবং মামলা নিস্পত্তিতে শ্রমিক স্বার্থ সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয় নি।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে আহত নিহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের যে পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে (নিহতের ক্ষেত্রে ২ লক্ষ এবং সম্পূর্ণ অক্ষম শ্রমিকের ক্ষেত্রে ২ লক্ষ ৫০ হাজার) এটি শ্রমিক ও তার পরিবারের সাথে প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। ফোরাম মনে করে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আইএলও কনভেনশন ১২১, শ্রমিকের জীবনব্যাপী আয়, পেইন এন্ড সাফারিং, ২০১৩ সালের জুলাই মাসে গৃহীত ত্রি-পক্ষীয় ঘোষণা, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে মহামান্য উচ্চ আদালতের নির্দেশে গঠিত কমিটির সুপারিশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার পরিমাণ বিবেচনা করা উচিত।

প্রস্তাবিত সংশোধনীতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতির বিষয়টি সংরক্ষণ করে শ্রমিকের অধিকার খর্ব করা হয়েছে বলে এ ফোরাম মনে করে, কেননা এরূপ বিধান আইএলও কনভেনশনের পরিপন্থি।

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার ক্ষেত্রেও যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাও যথার্থ নয়, কেননা সরকারি চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রে যে বিধান প্রযোজ্য প্রস্তাবিত সংশোধনীতে তা প্রতিফলিত হয়নি। একই দেশে একই বিষয়ে দুই ধরনের বিধান সমর্থনযোগ্য নয়।

শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরকে গ্রুপ বীমার আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। এছাড়া কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় হতাহতের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে প্রদান করার কথা সংশোধনীতে বলা হয়েছে, যা প্রক্ষান্তরে মালিককে দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি দেয়া। এরূপ প্রস্তাব শ্রমিক কল্যাণ ও অধিকার সুরক্ষা করবে না বলে ফোরাম মনে করে।

কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা ও যৌন হয়রানি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা যা প্রতিহত করা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে উচ্চ আদালতের রায় থাকা সত্ত্বেও প্রস্তাবিত সংশোধনীতে এ বিষয়ে কোন বিধান অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

এছাড়াও শ্রমিকের অসদাচরণ, শিশুশ্রম, কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিধানাবলী সঠিকভাবে প্রস্তাবিত সংশোধনীতে আসে নি।

শ্রমিকের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল শ্রমিককে শ্রম আইনের আওতায় আনা, ক্ষতিপূরণের হার বৃদ্ধি করে আইনে সার্বিক বিবেচনায় যথাযথ নিম্নতম পরিমাণ উল্লেখ ও ক্ষতিপূরণের মানদন্ড নির্ধারণ, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসহ সকল খাতে পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার করা, প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ ভিত্তিক সেইফটি কমিটি গঠন, সহজলভ্য সামাজিক বীমা স্কিম ও কেন্দ্রীয় এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কীম চালু-সহ সকল শ্রমিকের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে শ্রম আইনের কতিপয় ধারা ও অধ্যায় সংশোধন করার দাবী জানাচ্ছে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম।

শুভেচ্ছাসহ-

ড. হামিদা হোসেন
আহ্বায়ক, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম